বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মানোন্নয়ন সিলেবাস

সাল : ....

ত্রৈমাসিক মানোন্নয়ন পরীক্ষার তারিখ সমূহ

(১) .... জানুয়ারী ১ম শুক্রবার

(২) .... এপ্রিল ১ম শুক্রবার

(৩) .... অক্টোবর ১ম শুক্রবার

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মানোন্নয়ন সিলেবাস
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রকাশক

কেন্দ্রীয় কমিটি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

المقرر الدراسى لترقية الدرجة لأركان الجمعية

(جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش)

الناشر : المجلس المركزى للجمعية

المقر الرئيسى : المركز الإسلامي السلفي (الطابق الثاني)

نودابارا، راجشاهى، بنغلاديش

প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৯
১ম সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৯

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

হাদিয়া
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Syllabus for upgrading workers: Published by the Central committee of **Bangladesh Ahlehadeeth Youth Association**. Head office : Al-Markazul Islami As-Salafi, Nawdapara (Aam chattar), Airport road, P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. 0247-860992. Mob :. E-mail : ahlehadeethjuboshongho@gmail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:

১ম সংস্করণের ভূমিকা

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে একদল দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে অন্যতম হ’ল কর্মীদেরকে স্তরভিত্তিক বিন্যাস করা এবং তাদের মানোন্নয়নের জন্য সিলেবাসভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা। এই সিলেবাস বিভিন্ন সময়ে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সিলেবাসটিকে আরও সমৃদ্ধ আকারে বইয়ের মলাটে আবদ্ধ করা হয়েছে। কর্মীদের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি যথাযথ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। বইয়ের শেষাংশে উচ্চতর জ্ঞানার্জনে আগ্রহী কর্মীদের জন্য যুক্ত করা হ’ল বিশেষ সিলেবাস, যা তাদের অধিকতর জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন-আমীন!

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে-

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

নওদাপাড়া, রাজশাহী
তাং ৫ই নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.

সূচীপত্র

ক. দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ২টি আয়াত/১টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করা (গ) কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই/ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা।

২. রামাযানে এক খতম সহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। প্রথম এক বছরে অর্থসহ সূরা ফীল হ'তে নাস পর্যন্ত ১০টি সূরা, সূরা বাক্বারাহ্‌র শেষ দু'টি আয়াত ও সূরা ছফ এবং কমপক্ষে ১০টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করা।

৩. প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ জনকে প্রাথমিক সদস্য করা। এছাড়া মাসে অন্ততঃ ২ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক/সোনামণি প্রতিভা-র গ্রাহক করা।

৪. নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া।

৫. ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দেওয়া। এতদ্ব্যতীত সাংগঠনিক বৈঠকের শুরুতে 'বৈঠকী দান'-এর অভ্যাস গড়ে তোলা।

৬. সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া এবং যিলহাজ্জ ও রামাযান মাসের বিশেষ ও এককালীন দান কেন্দ্রে পাঠানো। এতদ্ব্যতীত 'কেন্দ্রীয় জেনারেল ফাণ্ড' ও 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' যেকোন সময় যেকোন সহযোগিতা প্রেরণ করা। ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা।

৭. আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য হওয়া/সংগ্রহ করা। বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ এবং অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৮. (ক) নিজ শাখা/মহল্লার মসজিদে দৈনিক অর্থসহ ১টি করে হাদীছ শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা/উপযেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

খ. সিলেবাস :

(১) কুরআন : সূরা ফীল থেকে নাস পর্যন্ত মুখস্থ করতে হবে *(অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ)*। এজন্য মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) দ্রষ্টব্য।

(২) হাদীছ :

সিলেবাসভূক্ত ৪০ হাদীছের প্রথম ১০টি হাদীছ অনুবাদসহ মুখস্থ করতে হবে *(এই পুস্তকের শেষাংশে দ্রষ্টব্য)*।

(৩) ছালাত সংক্রান্ত দো'আ :

(১) ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ :

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাকক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদি'*।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা' *(বুখারী হা/৭৪৪; মুসলিম হা/৫৯৮)*।

(২) রুকূর দো'আ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *'সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান)। কমপক্ষে তিনবার পড়বে *(মুসলিম হা/৭৭২)*।

(৩) **ক্বওমার দো'আ :** رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *'রব্বানা লাকাল হাম্দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা)। **অথবা** পড়বে- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ *'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দু হাম্দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-*

রাকান ফীহি' (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়)। ক্বওমার অন্যান্য দো'আও রয়েছে।

(৪). **সিজদার দো'আ :** سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *(সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা)* অর্থঃ 'মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ'। কমপক্ষে তিনবার পড়বে (। রুকূ ও সিজদার অন্য দো'আও রয়েছে *(মুসলিম হা/৭৭২)*।

(৫). দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ :

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ার্রুক্বনী*।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন' *(মুসলিম হা/২৬৯৭)*।

বৈঠকের দো'আ সমূহ :

(৬) তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু):

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ : *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছা-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লালা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু*।

অনুবাদ : যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল' *(বুঃ মুঃ)*।

(৭) দরূদ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ছাল্লে ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া ‘আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা ‘আলা ইবরা-হীমা ওয়া ‘আলা আ-লে ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া ‘আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্‌তা ‘আলা ইব্‌রা-হীমা ওয়া ‘আলা আ-লে ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত’।

(৮) দো‘আয়ে মাছূরাহ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা, ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ‘ইনদিকা ওয়ারহাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রহীম’।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ’তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’।

(৪) আক্বীদা :

১. মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি ছয়টি। যাকে ঈমানে মুফাছছাল বা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়। যথা:

আ-মানতু বিল্লা-হি, ওয়া মালা-ইকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুসুলিহী, ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি, ওয়াল ক্বাদরি খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা‘আলা।

অনুবাদ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে।

২. ঈমানে মুজমাল বা ‘বিশ্বাসের সারকথা’ হ'ল নিম্নরূপ:

আ-মানতু বিল্লা-হি কামা হুয়া, বি আসমা-ইহী ওয়া ছিফা-তিহী, ওয়া ক্বাবিলতু জামী‘আ আহকা-মিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অনুবাদ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে।

ঈমানের অর্থ ও সংজ্ঞা : ‘ঈমান’ অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, যা ভীতির বিপরীত। সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়।

সংজ্ঞা : পারিভাষিক অর্থে ‘ঈমান’ হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না।

ব্যাখ্যা : ‘খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল’। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে ‘মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন’। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা।

অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে।

৪. তাওহীদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : উপাস্য হিসাবে আল্লাহর নির্ভেজাল একত্বকে 'তাওহীদ' বলা হয়। যা তিন প্রকার :

(১) তাওহীদে রুবূবিয়্যাত : অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব। সে যুগের আবু জাহ্ল সহ সকল যুগের মুশরিকরা এই তাওহীদকে স্বীকার করত। কিন্তু এই স্বীকৃতির ফলে কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারে না।

(২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত : অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব। মূল নাম 'আল্লাহ'। এছাড়াও আল্লাহ্র ৯৯ টি গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে 'আসমাউল হুস্না' বলা হয়। আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী যা বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সে ভাবেই প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করতে হবে। কোন রূপক ও গৌণ কিংবা কল্পিত ব্যাখ্যা করা যাবে না বা অন্যের সদৃশ মনে করা যাবে না। আল্লাহ নিরাকার বা নির্গুণ সত্তা নন। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাঁকে স্পষ্ট দেখবে। আর সেটাই হবে মুমিনের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত। কিন্তু কাফির-মুনাফিকগণ তাদের অবিশ্বাসের কারণে তাঁকে দেখতে পাবে না।

(৩) তাওহীদে ইবাদত : অর্থাৎ সর্ব প্রকার ইবাদত ও দাসত্বের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা। আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা ও ভীতিসহ চরম প্রণতি পেশ করাকে 'ইবাদত' বলা হয়। অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্মজগতের সর্বত্র সর্বদা আল্লাহ্র দাসত্ব করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র এজন্য যে, তারা আমার দাসত্ব করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অন্যেরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করলেও তাঁর বিধানের দাসত্ব করতে অস্বীকার করে। বস্তুতঃ তাওহীদে ইবাদত না থাকলে কেউ প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না। জিন ও ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সেটাই।

'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ 'ইক্বামতে তাওহীদ'। অর্থাৎ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমেই কেবল তাওহীদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নবীগণ সর্বদা সেকাজই করে গেছেন।

(৫) পাঠ্য বইসমূহ :

১. পরিচিতি ক ও খ।

২. গঠনতন্ত্র *(প্রথম অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত)*।

৩. ফিরক্বা নাজিয়াহ।

৪. উদাত্ত আহ্বান।

৫. আক্বীদা ইসলামিয়া।

৬. তাওহীদের ডাক *(বিগত এক বছরের সম্পাদকীয় সমূহ)*।

গ. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের ধরণ :

❐ **পরিচিতি :** ক ও খ।

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখ।

২. মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যাসহ লিখ।

৩. 'যুবসংঘ'-এর জনশক্তির স্তর কয়টি ও কি কি? প্রাথমিক সদস্যদের গুণাবলী লিখ।

৪. 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক স্তর কয়টি ও কি কি?

৫. সমাজ সংস্কারে আমরা যে কয়টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছি তা বিস্তারিত লিখ।

❐ **গঠনতন্ত্র :** *(প্রথম অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত)*।

১. 'যুবসংঘ'-এর মনোগ্রাম পরিচিতি লিখ।

২. গঠনতন্ত্রের ধারা-৩ এর আলোকে 'আক্বীদা' লিখ।

৩. শাখা গঠনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. শাখার কার্যক্রম আলোচনা কর।

৫. শাখা দায়িত্বশীলদের *(সভাপতি-দফতর সম্পাদক পর্যন্ত)* দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা কর।

ফিরক্বা নাজিয়াহ :

১. ফিরক্বা নাজিয়াহর পরিচয় উল্লেখ কর।

২. নাজী ফের্কা কারা? এ বিষয়ে বিদ্বানদের বক্তব্য আলোচনা কর।

৩. ফিরক্বা নাজিয়াহর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৪. ফের্কাবন্দীর কারণ কি? বাতিলপন্থীদের পরিণতি আলোচনা কর।

৫. ফিরক্বা নাজিয়ার নিদর্শনগুলো সম্পর্কে আলোকপাত কর।

উদাত্ত আহ্বান :

১. বাংলাদেশে বর্তমানে কয় ধরণের আন্দোলন চলছে? ব্যাখ্যা কর।

২. কর্মীদের গুণাবলী কয়টি ও কী কী? লক্ষ্যে উত্তরণের উপায় লিখ।

আক্বীদা ইসলামিয়া :

১. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে কি না তা ব্যাখ্যা কর।

২. কবীরা গুনাহগার মুমিন ঈমান হতে খারিজ হয় কি?

৩. 'গায়েবে বিশ্বাস' কী? ব্যাখ্যা কর।

৪. 'খতমে নবুঅত' সম্পর্কে আহলেহাদীছের আক্বীদা কি?

৫. ভাল-মন্দ সব ধরনের মুসলিম আমীরের আনুগত্য করা বিষয়ে আহলেহাদীছের আক্বীদা কি?

৬. 'আল্লাহর উপরে ঈমান' বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যাসহ লিখ।

(অনুমোদিত প্রাথমিক সদস্যদের জন্য)

ক. দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ৩টি আয়াত/১টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করা। (গ) দৈনিক কমপক্ষে ১০ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই/ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা। (ঘ) প্রতি মাসে কমপক্ষে ১টি দারস (দারসে কুরআন/দারসে হাদীছ) প্রস্তুত করা। (ঙ) ছয় মাসে একবার গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি পাঠ করা।

২. রামাযানে এক খতম সহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। প্রথম এক বছরে তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা শেষ করা। এছাড়া 'আম্মা পারা, সূরা ইয়াসীন, ওয়াক্বি'আহ, সাজদাহ, দাহ্‌র, মুল্‌ক, নূহ, জুম'আ ও মুনাফিকূন এবং কমপক্ষে ২০টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করা।

৩. প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ জনকে প্রাথমিক সদস্য করা ও ১ জনকে 'কর্মী' হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। এছাড়া মাসে অন্ততঃ ৫ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক/সোনামণি প্রতিভা-র গ্রাহক করা।

৪. নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া।

৫. ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দেওয়া। এতদ্ব্যতীত সাংগঠনিক বৈঠকের শুরুতে 'বৈঠকী দান'-এর অভ্যাস গড়ে তোলা।

৬. সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া এবং যিলহাজ্জ ও রামাযান মাসের বিশেষ ও এককালীন দান কেন্দ্রে পাঠানো। এতদ্ব্যতীত 'কেন্দ্রীয় জেনারেল ফাণ্ড' ও 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' যেকোন সময় যেকোন সহযোগিতা প্রেরণ করা। ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা।

৭. (ক) নিজ শাখা/মহল্লার মসজিদে দৈনিক অর্থসহ ১টি করে হাদীছ শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ)

এলাকা/যেলা/উপযেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

৮. আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য হওয়া/সংগ্রহ করা। বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ এবং অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৯. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

১০. নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা।

খ. সিলেবাস :

(১) কুরআন : সূরা যোহা থেকে হুমাযাহ পর্যন্ত মুখস্থ করতে হবে *(অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ)*। এজন্য মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) দ্রষ্টব্য।

(২) হাদীছ : সিলেবাসভূক্ত ৪০ হাদীছের প্রথম ২০টি হাদীছ অনুবাদসহ মুখস্থ করতে হবে *(এই পুস্তকের শেষাংশে দ্রষ্টব্য)*।

(৩) পাঠ্য বইসমূহ :

১. গঠনতন্ত্র।

২. কর্মপদ্ধতি।

৩. সমাজ বিপ্লবের ধারা।

৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?

৫. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি।

৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়?

৭. শারঈ ইমারত।

৮. জিহাদ ও ক্বিতাল।

৯. আত-তাহরীক ও তাওহীদের ডাক *(পূর্ববর্তী এক বছরের পত্রিকার সম্পাদকীয়সমূহ)*।

(৪) ইহতিসাব সংরক্ষণ : প্রতি মাসে ইহতিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

গ. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের ধরণ :

গঠনতন্ত্র : *(সম্পূর্ণ)*।

১. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতঃ মূলনীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যাসহ লিখ।

২. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের 'জনশক্তির স্তর' ও 'সাংগঠনিক স্তর' কয়টি ও কী? কর্মীদের গুণাবলী আলোচনা কর।

৩. উপযেলা কর্মপরিষদ গঠনের পদ্ধতি লিখ এবং উপযেলা গঠনের কার্যক্রম আলোচনা কর।

৪. 'ধারা-১০'-এর আলোকে দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখ।

৫. দায়িত্বশীলের গুণাবলী উল্লেখ পূর্বক অর্থব্যবস্থা আলোচনা কর।

৬. 'কর্মীদের শপথ' লিখ।

কর্মপদ্ধতি :

১. সংগঠনের দাওয়াত সর্বস্তরের মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে করণীয় কি?

২. মুবাল্লিগদের গুণাবলী আলোচনা কর।

৩. প্রাথমিক সদস্য সৃষ্টির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. প্রাথমিক সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখ।

৫. যোগ্য কর্মী গঠনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব লিখ।

৬. সমাজ সংস্কারে যে তিনটি বিষয় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে তা আলোচনা কর।

সমাজ বিপ্লবের ধারা :

১. ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশত ব্যাখ্যা কর। খেলাফতে রাশেদার আদর্শ পুনরায় কেন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি?

২. সমাজ বিপ্লবের ধারা কয়টি ও কী কী? ব্যাখ্যা সহ লিখ।

৩. তিনটি হুঁশিয়ারী কী কী?

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? :

১. আহলেহাদীছের পরিচয় লিখ।

২. আহলেহাদীছের বাহ্যিক নিদর্শন লিখ।

৩. আহলুল হাদীছ ও আহলুল রায় সম্পর্কে আলোকপাত কর। তাক্বলীদে শাখছী ব্যাখ্যা কর।

৪. মুসলমানদের মধ্যে দল-বিভক্তির কারণ কয়টি ও কী কী ব্যাখ্যা কর।

৫. দুনিয়ার সকল মুসলমান কি আহলেহাদীছ? বর্ণনা কর।

৬. 'প্রশ্নোত্তর' অংশের ১০টি দশটি প্রশ্ন।

৭. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কি? এ আন্দোলনের প্রয়োজন কেন?

ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি :

১. ইক্বামতে দ্বীন অর্থ কী? মুফাসসিরগণের বক্তব্য উল্লেখ কর।

২. দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতি আলোচনা কর।

৩. আক্বাবাহর ৩য় বায়'আত তথা বায়'আতে কুবরাতে কী কী বিষয়ে বায়'আত করা হয়েছিল? বিস্তারিত লিখ।

৪. খারেজীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কী ছিল? বর্ণনা কর।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কোন চায় কিভাবে চায়?

১. আমরা কী চাই? কোন চাই? কিভাবে চাই?

২. পৃথিবীতে কয় ধরণের মানুষ বসবাস করে? তাদের পরিচয় উল্লেখ কর।

৩. প্রকৃত ইসলামের পথে চলতে প্রধান বাধা কয়টি ও কী কী? ব্যাখ্যা কর।

শারঈ ইমারত :

১. ফিৎনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় কী? বর্ণনা কর।

২. 'শারঈ ইমারতে'র গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩. আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী এবং এর প্রমাণ কী?

৪. আহলেহাদীছ-এর রাজনীতি 'ইমারত ও খেলাফত'-ব্যাখ্যা কর।

❐ জিহাদ ও ক্বিতাল :

১. জিহাদ কাকে বলে? জিহাদ ও ক্বিতালের মধ্যে পার্থক্য কি? ইসলামে জিহাদের স্বরূপ লিখ।

২. জিহাদের উদ্দেশ্য ও ফযীলত উল্লেখ কর।

৩. অন্যায়ভাবে মানবহত্যার পরিণতি আলোচনা কর।

৪. চরমপন্থার কারণ ও প্রতিকার এবং এ ব্যাপারে মুমিনের করণীয় লিখ।

৫. সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে লিখ।

৬. ইসলামী শরীআতে জিহাদ ঘোষণার অধিকার কার? বিস্তারিত লিখ।

৭. প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে কি? মুসলিম শাসক ফাসিক হ'লে সে অবস্থায় করণীয় কি?

৮. কুফরের প্রকারভেদ ও কুফরীর পরিণতি লিপিবদ্ধ কর।

৯. আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যাবে কি? উল্লেখ কর।

১০. তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদের স্বরূপ কী? বিশ্লেষণ কর।

❐ ইহতিসাব :

১. ইহতিসাব কেন রাখব? এর গুরুত্ব কী?

(অনুমোদিত কর্মীদের জন্য)

ক. দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ৫টি আয়াত ও ২টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করা। (গ) দৈনিক কমপক্ষে ১০ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই/ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা। (ঘ) প্রতি মাসে কমপক্ষে ২টি দারস (দারসে কুরআন/দারসে হাদীছ) প্রস্তুত করা। (ঘ) ছয় মাসে একবার গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি পাঠ করা।

২. রামাযানে এক খতমসহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। পবিত্র কুরআনের ১ম পারা সহ সূরা হুজুরাত, ক্বাফ, লোকমান এবং কমপক্ষে ৪০টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করা।

৩. প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ জনকে প্রাথমিক সদস্য/কর্মী করা ও দু'মাসে ৩ জনকে কর্মী/কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। এছাড়া মাসে অন্ততঃ ৫ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক/সোনামণি প্রতিভা-র গ্রাহক করা অথবা ১ জনকে এজেন্ট করা।

৪. নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া।

৫. ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দেওয়া। এতদ্ব্যতীত সাংগঠনিক বৈঠকের শুরুতে 'বৈঠকী দান'-এর অভ্যাস গড়ে তোলা।

৬. সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া এবং যিলহাজ্জ ও রামাযান মাসের বিশেষ ও এককালীন দান কেন্দ্রে পাঠানো। এতদ্ব্যতীত 'কেন্দ্রীয় জেনারেল ফাণ্ড' ও 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' যেকোন সময় যেকোন সহযোগিতা প্রেরণ করা। ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা।

৭. (ক) নিজ শাখা/মহল্লার মসজিদে দৈনিক অর্থসহ **১**টি করে হাদীছ শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

৮. আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য হওয়া/সংগ্রহ করা। বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ এবং অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৯. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

১০. নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা।

খ. সিলেবাস :

(১) কুরআন : সূরা ছফ ও হুজুরাত মুখস্থ করতে হবে *(অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ)*। এজন্য মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তাফসীরুল কুরআন (২৬-২৮তম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

সূরা ছফ (সারি)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ ॥

সূরা ৬১; পারা ২৮; রুকূ ২; আয়াত ১৪; শব্দ ২২৬; বর্ণ ৯৩৬।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ②

(২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

(৩) আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?

(৪) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾

(৫) স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾

(৬) (স্মরণ কর,) যখন মারিয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিল, হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম 'আহমাদ'। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটি প্রকাশ্য জাদু।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦﴾

(৭) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ۝٨

(৮) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দানকারী। যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করেনা।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۝٩

(৯) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও অংশীবাদীরা এটা পসন্দ করেনা। **(রুকূ ১)**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ۝١٠

(১০) হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে?

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝١١

(১১) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۝١٢

(১২) তাহ'লে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং প্রবেশ করাবেন 'আদন' নামক জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ সমূহে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۝١٣

(১৩) তিনি আরও অনুগ্রহ করবেন যা তোমরা পসন্দ কর। (আর তা হ'ল) আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡۤا اَنۡصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ لِلۡحَوَارِيّٖنَ مَنۡ اَنۡصَارِىۡۤ اِلَى اللّٰهِ‌ؕ قَالَ الۡحَوَارِيُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ‌ فَاٰمَنَتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡۢ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ وَكَفَرَتۡ طَّآئِفَةٌ‌ ۚ فَاَيَّدۡنَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا عَلٰى عَدُوِّهِمۡ فَاَصۡبَحُوۡا ظٰهِرِيۡنَ

(১৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-পুত্র ঈসা তার শিষ্যদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্‌র পথে আমাকে সাহায্যকারী? শিষ্যরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে (আপনার) সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল অবিশ্বাস করল। তখন আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হ'ল। **(রুকূ ২)**

বিষয়বস্তু : (১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু আল্লাহ্‌র গুণগান করে। অতএব মানুষের উচিৎ সর্বদা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করা। (২) কথা ও কর্ম সর্বদা এক হওয়া উচিৎ। কেননা দ্বিমুখী লোকদের প্রতি আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ হন। (৩) আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। (৪) ইহূদী-নাছারা, কাফির-মুশরিক, কপট বিশ্বাসী ও তাদের অনুসারীরাই আল্লাহ্‌র পথে লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় বাধা। তারা ইসলামের জ্যোতিকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। (৫) ইসলাম সর্বদা বিজয়ী ধর্ম এবং তা বিজয়ী হবার জন্যই এসেছে। (৬) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদই জাহান্নাম থেকে বাঁচার একমাত্র পথ। (৭) প্রকৃত মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী থাকতে হবে। তাহ'লেই কেবল তারা দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হবে।

গুরুত্ব : ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)* বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর একদল ছাহাবী বসে আলোচনা করছিলাম, যদি আমরা জানতে পারতাম কোন্ আমলটি আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা সেই আমলটি করতাম। তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন *(আহমাদ হা/২৩৮৪০)*। মুজাহিদ বলেন, ঐ মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা উপস্থিত ছিলেন। যিনি ৪র্থ আয়াতটি শুনে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে দৃঢ় থাকব, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করি *(ইবনু কাছীর)*। অতঃপর তিনি ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫১২ পৃ.)*।

সূরা হুজুরাত (কক্ষসমূহ)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা মুজাদালাহ ৫৮/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৪৯, পারা ২৬, রুকূ ২, আয়াত ১৮, শব্দ ৩৫৩, বর্ণ ১৪৯৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَاتَّقُوا اللهَ ؕ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়োনা। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ②

(২) হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা জানতে পারবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③

(৩) যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট তাদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে তাক্বওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ، اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

(৪) নিশ্চয়ই যারা কক্ষসমূহের পিছন থেকে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশ নির্বোধ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ

(৫) যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত যতক্ষণ না

خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আস, তাহ'লে সেটাই তাদের জন্য উত্তম হ'ত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦

(৬) হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۗ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝٧

(৭) তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন। যদি তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন, তাহ'লে তোমরাই কষ্টে পতিত হবে। বরং আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। বস্তুতঃ এরাই হ'ল সুপথ প্রাপ্ত।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٨

(৮) এটা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

(৯) যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের

الْمُقْسِطِيْنَ۝

(সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝

(১০) মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল-াহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। **(রুকূ ১)**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ؛ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ، وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝

(১১) হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেকী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ۝

(১২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ

করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(১৩) হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত। **(রুকূ ২)**

يَآَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

(২) হাদীছ : সিলেবাসভূক্ত ৪০টি হাদীছ অনুবাদসহ মুখস্থ করতে হবে *(এই পুস্তকের শেষাংশে দ্রষ্টব্য)*।

(৩) পাঠ্য বইসমূহ :

১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন (সর্বশেষ সংস্করণ)।

২. তিনটি মতবাদ।

৩. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) : *(নবীদের কাহিনী ৩য় খণ্ড, মাক্কী জীবন)*।

৪. থিসিস *(আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ)*।

৫. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

৬. হাদীছের প্রমাণিকতা।

৭. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী।

৮. দিগদর্শন-১ ও ২।

৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন।

১০. আত-তাহরীক ও তাওহীদের ডাক *(পূর্ববর্তী এক বছরের পত্রিকার সম্পাদকীয়সমূহ)*।

(৪) ইহতিসাব সংরক্ষণ : প্রতি মাসে ইহতিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

গ. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের ধরণ :

❑ ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন :

১. ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

২. খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় আলোকপাত করুন।

৩. নির্বাচক কারা হবেন? নির্বাচকের যোগ্যতা ও গুণাবলী বর্ণনা কর।

৪. নেতৃত্ব নির্বাচনের শূরা পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

৫. গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যক্তিগত এবং সমাজিক কুফল আলোচনা করুন।

৬. বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব? আলোচনা করুন।

❑ তিনটি মতবাদ :

১. তাক্বলীদ কাকে বলে? 'তাক্বলীদ ও ইত্তেবা'-এর পার্থক্য কী? তাক্বলীদের পরিণাম আলোচনা করুন।

২. মুসলিম সমাজে তাক্বলীদের আবির্ভাব কখন ঘটে? তাক্বলীদের বিরোধিতায় চার ইমামের বক্তব্য আলোকপাত করুন।

৩. রাজনীতিই ধর্ম- মতবাদটি পর্যালোচনা করুন।

৪. 'ইবাদাত ও ইত্বা'আত' কাকে বলে? ইবাদত ও ইত্বা'আত এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৫. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৬. এক নযরে তিনটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

❑ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) : *(নবীদের কাহিনী ৩য় খণ্ড, মাক্কী জীবন)*।

১. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম বংশধারা উল্লেখ করুন। শিশু মুহাম্মাদের বরকতমণ্ডিত নিদর্শনগুলো আলোচনা করুন।

২. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিলফুল ফুযূল গঠনের প্রেক্ষাপট আলোকপাত করুন।

৩. নুযূলে কুরআন ও নবুঅত লাভের ঘটনাটি বর্ণনা করুন।

৪. ছাফা পাহাড়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াত, আবু লাহাবের প্রত্যাখ্যান ও তার পরিণতি আলোচনা করুন।

৫. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নানামুখী অত্যাচারের কিছু বিবরণ উল্লেখ করুন।

৬. ছাহাবীগণের উপর অত্যাচারের ঘটনাবলী উল্লেখ করুন।

৭. মুহাজিরদের সহযোগিতায় আনছারদের অপূর্ব ত্যাগের ঘটনা আলোচনা করুন।

থিসিস : *(আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ)*।

১. 'হাদীছ ও সুন্নাহ' বলতে কী বুঝায়? পবিত্র কুরআনে কত জায়গায় কুরআনকে 'হাদীছ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে? আলোচনা করুন।

২. 'আহলেহাদীছ' নামকরণ ও পরিচয় সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনা করুন।

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাথমিক ও অবক্ষয় যুগ আলোচনা করুন।

৫. শাহ্ অলিউল্লাহ (রহ.)-এর পরিচয় ও তার অবদান আলোচনা করুন।

৬. জিহাদ আন্দোলনে শহীদায়েন (রহ.)-এর অবদান আলোচনা করুন।

৭. জিহাদ আন্দোলনে এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর অবদান আলোচনা করুন।

৮. মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর পরিচয় এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদান আলোচনা করুন।

৯. আহলেহাদীছ আন্দোলনে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর অবদান আলোচনা করুন।

১০. ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ সংগঠনসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ :

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে কী বুঝায়? এর উৎপত্তির কারণ আলোচনা করুন।

২. ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কী? এর পক্ষে যুক্তি সমূহ ও তার জবাব আলোচনা করুন।

৩. ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘর্ষিক দিকসমূহ আলোচনা করুন।

৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল আলোচনা করুন।

৫. মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ এবং মুমিনের করণীয় সর্ম্পকে আলোকপাত করুন।

৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কী? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফলগুলো উল্লেখ করুন।

হাদীছের প্রামাণিকতা :

১. হাদীছের সংজ্ঞাসহ গুরুত্ব সবিস্তারে আলোচনা করুন।

২. প্রাচীন ও আধুনিক যুগের হাদীছ আস্বীকারকারীদের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং হাদীছের পাহারাদার হিসাবে ছাহাবীগণের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩. উপমহাদেশে হাদীছবিরোধী সংগঠন সমূহের পরিচয় উল্লেখ করুন এবং তাদের প্রতিরোধে আহলেহাদীছদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪. 'হাদীছ' সম্পর্কে মাওলানা মওদুদীর আক্বীদা আলোচনা করুন।

৫. হাদীছ পরিবর্তনে মাযহাবী আলেমগণের অপতৎপরতা আলোচনা করুন।

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী :

১. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী কয়টি কী কী? তাযকিয়া ও তারবিয়াহর মাধ্যম সমূহ আলোচনা করুন।

২. তাযকিয়া ও তারবিয়াহর নীতিসমূহ আলোকপাত করুন।

৩. তাযকিয়া ও তারবিয়াহ্‌র বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

৪. তাযকিয়া প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৫. তাযকিয়া অর্জনে বাধাসমূহ লিখুন।

সিলেবাসভুক্ত ৪০টি হাদীছ

(١) عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا-رواه مسلم-

(১) উম্মুল হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ'লে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর' *(মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)* ।

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً- رواهمسلم-

(২) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিল, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার মুক্তির পক্ষে কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলী অর্থাৎ পথভ্রষ্ট অবস্থায় মারা গেল' *(মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪)*।

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ- رواه النسائى -

(৩) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(নাসাঈ হা/৪০২০; হাকেম হা/৩৯১; সনদ ছহীহ)*।

(٤) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجماعَةُ رَحْمَةٌ والفُرْقَةُ عَذابٌ-رواه أحمد

(৪) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭)*।

(٥) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان–

(৫) আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭)*।

(٦) عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

(৬) হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন , 'নিশ্চয়ই সমস্ত 'আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' *(বুখারী হা/৬৬৮৯; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/১)*।

(٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যার চরিত্র সর্বোত্তম' *(বুখারী হা/৩৫৬৯; মুসলিম হা/২৩২১ ;মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

(٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী এবং শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১৫৩৫ ;ছহীহাহ হা/২০২৪; মিশকাত হা/৩৪১৯)*।

(٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ– رَوَاهُ الْبَخَارِىُّ– –

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া পাপের কাজ ও তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী কাজ’ *(বুখারী হা/৪৮)।*

(١٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত নাবী (ছাঃ) এরশাদ করেন , ‘যে ব্যাক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল । আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যাক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল । আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’ *(বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫)।*

(١١) عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ- رَوَاهُ الْبَخَارِىُّ-

(১১) ওছমান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দেয়’ *(বুখারী হা/৫০২৭ ; মিশকাত হা/২১০৯)।*

(١٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رِضَا الرَّبِّ فِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

(১২) আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল(ছাঃ) বলেন, ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি’ *(তিরমিযী হা/২০২০; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

(١٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

(১৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুমিন এবং কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হ’ল ছালাত’ *(মুসলিম হা/৮২)*।

(١٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

(১৪) হযরত আনাস (রাঃ) নাবী কারীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না ,যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই-ই পসন্দ করে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে' *(বুখারী হা/১৩)*।

(١٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ- رَوَاهُ أَحْمَدُ-

(১৫) উক্ববা বিন আমের আল-জুহানী থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলায়, সে শিরকে লিপ্ত হয়' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮; ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

(١٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(১৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি অন্যকে খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে' *(বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

(١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُماَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

(১৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমাদের উপর যে ব্যক্তি অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৬৮৭৪)*।

(١٨) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

(১৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'যে ব্যাক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন ছিয়াম পালন করল, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হ'তে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন' *(বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩)।*

(١٩) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(১৯) আবু তালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি (টাঙানো) থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী হা/৩২২৫; মিশকাত হা/৪৪৮৯)।*

(٢٠)عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(২০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ (এরশাদ করেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে দন্ডায়মান। (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা (৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা' *(বুখারী হা/৪৫১৪; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪)।*

(٢١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

(২১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের সাথে থাকবেন' *(মুসলিম হা/৭৯; মিশকাত হা/২১১২)।*

(٢٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ وَاللهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(২২) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও

হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের (কুরবানীর) চাইতে উত্তম হবে' *(বুখারী হা/৩০০৯; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০)*।

(٢٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ-

(২৩) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাত সম্পর্কে। যদি ছালাত ঠিক হয় তাহ'লে সব আমল ঠিক হবে। আর যদি ছালাত নষ্ট হয় তাহ'লে সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৮৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*।

(٢٤)عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُه- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(২৪) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মাইয়েতের সঙ্গে তিনজন যায়'। দুইজন ফিরে আসে ও একজন থেকে যায়। তার সঙ্গে তার পরিবার, মাল ও আমল যায়। তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে কেবল আমল তার সাথে থেকে যায় *(বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০; মিশকাত হা/৫১৬৭)*।

(٢٥)عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ-أَبُودَاوُدَ-

(২৫) হযরত আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন তোমরা তাদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন ছালাতের জন্য প্রয়োজনে প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)*।

(٢٦) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ- رواه مسلم-

(২৬) হযরত ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

(٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهِ عَنْهُ-رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

(২৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমান তিনি যার যবান ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির তিনি, যিনি আল্লাহর নিষেধ সমূহ হতে হিজরত করেন' *(বুখারী হা/৬৪৮৪; মিশকাত হা/০৬)*।

(٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا-رواهمسلم-

(২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন বাম হতে না খায় এবং পান না করে। কারণ শয়তান তার বাম হতে খায় এবং পান করে' *(মুসলিম হা/২০২০; মিশকাত হা/৪১৬৬)*।

(٢٩) عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَفَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَاوَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(২৯) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আব্দুর রহমান বিন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না । কারণ তোমাকে যদি নেতৃত্ব চাওয়ার ফলে দেওয়া হয়, তাহলে সেদিকেই তোমাকে সমর্পণ করা হবে। আর যদি না চেয়েই তুমি নেতৃত্ব পেয়ে যাও তবে এর জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৪১২)*।

(٣٠) عَنِ الاَغَرِّ الْمُزَانِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

(৩০) আগার মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মানব মন্ডলী! আল্লাহর নিকট তওবা কর, কেননা আমি তাঁর নিকটে দৈনিক একশতবার তওবা করি' *(মুসলিম; মিশকাত হা/২৩২৫)।*

(٣١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

(৩১) হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একটি সকাল বা একটি সন্ধা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হতে উত্তম' *(বুখারী হা/২৭৯২; মুসলিম হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩৭৯২)*।

(٣٢) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ- رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا-

(৩২) ইমাম মালেক বিন আনাস (রাঃ) বলেন, তাঁর নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে এই মর্মে যে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টিকে মযবুতভাবে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হচ্ছে 'আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬; সনদ ছহীহ)।*

(٣٣) عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

(৩৩) হযরত মুগীরা বিন শু‘বা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপের মত নয়। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন নিজের স্থান জাহান্নামে করে নেয়’ *(বুখারী হা/১২৯১)*।

(٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

(৩৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী হা/২৬৯৭)*।

(٣٥) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

(৩৫) খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে, তার জন্য সাতশত গুণ নেকী লিপিবদ্ধ হয়’ *(তিরমিযী হা/১৬২৫; মিশকাত হা/৩৮২৬; সনদ ছহীহ)*।

(٣٦) عن أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا- رواهُ الترمذيُّ-

(৩৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়’ *(তিরমিযী হা/১৯১৯; ছহীহাহ হা/২১৯৬)*।

(٣٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

(৩৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি : (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে (৩) আমানতের খেয়ানত করে’ *(বুখারী হা/২৪৫; মিশকাত হা/৫৫)*।

(٣٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُون فَمَنْ أَنكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا أَفَلا نَقْتُلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا لا مَا صَلَّوْا- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ - رواه مسلم-

(৩৮) হযরত উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'তোমাদের মধ্যে অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২২৬৫; শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৯; মিশকাত হা/৩৬৭১)*।

(٣٩) عَنْ أَنْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدِيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

(৩৯) হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা' *(বুখারী হা/২৬৫৩)*।

(٤٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ-رواه‌مسلم-

(৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঈমানের ৭০টির অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল ,এ সাক্ষ্য দেওয়া যে ,'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' এবং সর্বনিম্ন হ'ল, রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। লজ্জাশীলতা হ'ল ঈমানের অন্যতম শাখা' *(মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫)*।

পরীক্ষা নির্দেশিকা

সময়সূচী :

সকাল ৯-টা হ'তে ১২-টা (পরীক্ষা শুরুর ১৫ মি. পূর্বে হলে উপস্থিত থাকতে হবে)।

নিয়মাবলী :

১. প্রাথমিক সদস্যদের লিখিত পরীক্ষাগ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন যেলা নিজ তত্ত্বাবধানে করবে।

২. কর্মী পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। তবে মৌখিক পরীক্ষা যেলা কর্তৃক নির্ধারিত স্ব স্ব কেন্দ্রে একই তারিখে গ্রহণ করা হবে। মৌখিক পরীক্ষা যেলা কর্তৃক মনোনীত দু'জন পরীক্ষক একত্রে গ্রহণ করবেন এবং উত্তরপত্রের সাথে তা কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন।

৩. 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। তবে নির্ধারিত সিলেবাসের উপর মৌখিক পরীক্ষা কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত দিনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে, লিখিত পরীক্ষায় পাসের পর মৌখিক পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাস করলেই কেবল তিনি উত্তীর্ণ হিসাবে গণ্য হবেন।

৪. লিখিত পরীক্ষায় পূর্ণমান ৮০; উত্তীর্ণ মান ৪০ এবং মৌখিক পরীক্ষায় পূর্ণমান ২০; উত্তীর্ণ মান ১০।

উচ্চতর সিলেবাস

ক. আল-কুরআন :

(১) বিশুদ্ধ তেলাওয়াতসহ সূরা মুখস্থকরণ : ১ম পারা, বাক্বারা ২৮৫-২৮৬, আলে ইমরান ২৬-৩২, ১০২-১১০, ১৩০-১৪৮, নিসা ১০৫-১১৬, ১৩৫-১৪৬, তাওবাহ ১১১-১১২, ইবরাহীম ৪২-৫২, কাহ্ফ ১-৩১, ১০২-১১০, মু'মিনূন ১-১৬, ফুরক্বান ৬১-৭৭, লুকমান, সাজদাহ, ইয়াসীন, যুমার ৭১-৭৫, হা-মীম-সাজদাহ ১-৩৬, দুখান, ফাতহ, হুজুরাত, ক্বাফ, রহমান, ওয়াকি'আহ, হাদীদ, হাশর ২৭-২৯, জুম'আ, মুনাফিকূন, ছফ, তাহরীম ৮-১২, মুলক, নূহ, দাহর ও ৩০তম পারা।

(২) তাফসীর : সূরা বাক্বারা, আলে-ঈমরান, আনফাল, ইউসুফ, নূর, আনফাল, মু'মিনূন, মুহাম্মাদ, হুজুরাত, মুনাফিকূন ও ৩০তম পারা।

পাঠ্যগ্রন্থ :

১. আরবী কায়েদা (১ম ও ২য় ভাগ)- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. তাজবীদ শিক্ষা- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. তাফসীর ইবনু কাছীর।
৪. তাফসীরে কুরতুবী।
৫. তাফসীরুল কুরআন- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৬. তাফসীর আহসানুল বায়ান- ছালাহুদ্দীন ইউসুফ।
৭. কুরআন অনুধাবন- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৮. নয়টি প্রশ্নের উত্তর - মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী।
৯. কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি- শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী।
১০. উছূল ফিত-তাফসীর- মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন।
১১. উলূমুল কুরআন- ড. মুহাম্মাদ শফীকুল্লাহ।

খ. আল-হাদীছ :

হাদীছ মুখস্থকরণ : হাদীছ সংকলন- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

পাঠ্যগ্রন্থ :

১. ছহীহ বুখারী।
২. ছহীহ মুসলিম।
৩. মিশকাতুল মাছাবীহ।
৪. রিয়াযুছ ছালিহীন।
৫. বুলূগুল মারাম।

সহপাঠ্য গ্রন্থ :

১. হাদীছের প্রামাণিকতা- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা আব্দুর রহীম।

৩. উলূমুল হাদীছ- ড. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন।
৪. ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা- ড. নূরুল ইসলাম।
৫. হাদীছ শরী‘আতের স্বতন্ত্র দলীল- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী।
৬. হাদীছের নামে জালিয়াতি - ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।
৭. ইসলামী শরী‘আত ও সুন্নাহ- ড. মুছত্বফা আস-সিবাঈ।
৮. হাদীছ সম্ভার- আব্দুল হামীদ ফায়যী।

গ. ইসলামী আক্বীদা :

১. আক্বীদা ত্বাহাভিয়াহ- মুহাম্মাদ বিন জা‘ফর আত-ত্বহাভী।
২. আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ - ইবনু তায়মিয়াহ।
৩. তিনটি মৌলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জী- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব।
৪. ঈমান ভঙ্গের কারণ (নাওয়াক্বিযুল ঈমান)- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব।
৫. আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন।
৬. ইবাদতের মর্মকথা- ইবনু তায়মিয়াহ।
৭. তাওহীদের মর্মকথা- আব্দুর রহমান বিন নাছের সা‘দী।
৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ - ড. ছালেহ ফাওযান।
৯. আক্বীদা ইসলামিয়াহ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
১০. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী- মাওলানা আহমাদ আলী।
১১. চার ইমামের আক্বীদা - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস।
১২. অছিয়াতনামা- শাহ ওয়ালিউল্লাহ আদ-দেহলভী।
১৩. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি- আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক।
১৪. আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা - হাফেয আব্দুল মতীন।
১৫. কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল- আলী খাশান।
১৬. তাওহীদের মূল সূত্রাবলী- ড. আবূ আমিনা বিলাল ফিলিপ্স।
১৭. আলেমগণের মধ্যে মতভেদের কারণ এবং আমাদের অবস্থান- মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আলে-উছায়মীন।
১৮. রফউল মালাম : সম্মানিত ইমামগণের সমালোচনার জবাব- ইবনু তায়মিয়া।
১৯. একনযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল- হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ।

ঘ. ইসলামী শরী‘আত :

১. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছায়মীন।
২. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. তালাক ও তাহলীল- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৪. আশূরায়ে মুহার্‌রম ও আমাদের করণীয়- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৫. ছবি ও মূর্তি- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

৬. মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৭. হজ্জ ও ওমরাহ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৮. সূদ- শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।
৯. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (পবিত্রতা ও যাকাত অধ্যায়)- শরীফুল ইসলাম মাদানী।
১০. ফৎওয়া সংকলন (মাসিক আত-তাহরীক)।
১১. ফিকহুস সুন্নাহ (বঙ্গানুবাদ)- সাইয়িদ সাবিক/তাহক্বীক আলবানী।
১২. ইসলামে হালাল হারামের বিধান- ড. ইউসুফ আল-ক্বারযাভী।
১৩. ইসলামে যাকাত বিধান- ড. ইউসুফ আল-ক্বারযাভী।

ঙ. আখলাক্ব :

১. ইনসানে কামেল- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. হিংসা ও অহংকার- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. মৃত্যুকে স্মরণ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৪. মাল ও মর্যাদার লোভ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৫. মানবিক মূল্যবোধ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৬. মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
৭. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য - ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
৮. ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
৯. মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
১০. তাক্বওয়া- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
১১. হালাল জীবিকা অর্জনের গুরুত্ব- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
১২. কবরের আযাব- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
১৩. জান্নাতের নে'আমত - ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
১৪. জান্নাতের সীমাহীন নে'আমত ও জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব- মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী।
১৫. জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব- শরীফুল ইসলাম মাদানী।
১৬. পরকালের প্রতীক্ষায়- রফীক আহমাদ।
১৭. ক্বিয়ামতের আলামত- আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী।
১৮. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন- ড. নূরুল ইসলাম।
১৯. গীবত- মুহাম্মাদ আব্দুল হাই।
২০. যুবকদের কিছু সমস্যা- মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন।
২১. ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি- মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন।
২২. মুনাফিকী- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
২৩. ইখলাছ- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
২৪. নেতৃত্বের মোহ- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।

২৫. প্রবৃত্তির অনুসরণ- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
২৬. আল্লাহর উপর ভরসা- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
২৭. ছালাতে খুশু খুযু আনার উপায়- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
২৮. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
২৯. অন্তরের রোগ- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
৩০. যে সকল হারামকে মানুষ হালকা মনে করে- মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।
৩১. ছহীহ ফাযায়েলে আমল- মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ।
৩২. যাদুল মা'আদ বা পরকালের সম্বল- হাফেয ইবনুল কাইয়িম।
৩৩. হিসনুল মুসলিম- ড. সাঈদ আল-ক্বাহতানী।
৩৪. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ- মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

চ. ভ্রান্ত আক্বীদা ও মতবাদ :

১. মীলাদ প্রসঙ্গ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. শবেবরাত- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. তিনটি মতবাদ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৫. চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৬. জিহাদ ও কিতাল- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৭. ধর্মে বাড়াবাড়ি - ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
৮. একটি পত্রের জওয়াব- আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী।
৯. ইসলামে তাক্বলীদের বিধান- হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ।
১০. কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাকলীদ- শরীফুল ইসলাম মাদানী।
১১. আরব বিশ্বে ইস্রাইলের আগ্রাসী নীল নকশা- মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব।
১২. জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
১৩. ইসলামের দৃষ্টিতে গোঁড়ামি ও চরমপন্থা - ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
১৪. বিদ'আত হ'তে সাবধান- আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায।
১৫. সঠিক আক্বীদা বনাম ভ্রান্ত আক্বীদা- মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন।
১৬. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন- মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন।
১৭. ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ- ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।
১৮. অলী-আওলিয়াদের অসীলা গ্রহণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ- আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায।
১৯. অসীলা ও তার প্রকারভেদ- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী।
২০. ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ- মরিয়ম জামিলা।

ছ. আহলেহাদীছ আন্দোলন :

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায় এবং কিভাবে চায়?- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৫. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম- হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ।
৬. আহলেহাদীছ পরিচিতি- আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী।
৭. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি- আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী।
৮. আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা- আবূ যায়েদ যমীর।
৯. ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা- ইসহাক ভাট্টি।
১০. ওহাবী আন্দোলন- আব্দুল মওদূদ।
১১. জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভূমিকা- আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।
১২. স্মারকগ্রন্থ ২০১২- বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

জ. ইসলামী সংগঠন ও রাষ্ট্রনীতি :

১. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. দাওয়াত ও জিহাদ- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৪. সমাজ বিপ্লবের ধারা- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৫. উদাত্ত আহ্বান- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৬. নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৭. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৮. শারঈ ইমারত- ড. নূরুল ইসলাম।
৯. শরীআ'তী রাষ্ট্রব্যবস্থা- ইবনু তায়মিয়াহ।
১০. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ- নাছের বিন সুলায়মান আল-ওমর।
১১. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা- ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী।
১২. শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা- আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক।
১৩. ইসলামী পুনর্জাগরণ : মূলনীতি ও দিকনির্দেশনা- মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন।
১৪. গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব- মাওলানা আব্দুর রহীম।
১৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শুরায়ী নিযাম- মাওলানা আব্দুর রহীম।
১৬. সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা- ড. নূরুল ইসলাম।
১৭. ইসলামী আন্দোলনে ভ্রাতৃত্ব- ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ।

১৮. নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াজিরী।
১৯. নবীদের দাওয়াতী নীতি : বিবেক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ- ড. রবী বিন হাদী আল-মাদখালী।
২০. হে দাঈ! প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিন- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী।
২১. ইসলামী দাওয়াহ : স্বরূপ ও প্রয়োগ- ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী।

ঝ. ইসলামের ইতিহাস/মনীষা :

১. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. নবীদের কাহিনী ১ ও ২- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. আর-রাহীকুল মাখতূম- ছফীউর রহমান মুবারাকপুরী।
৪. আল-মুকাদ্দিমা- ইবনে খালদূন।
৫. খেলাফতে রাশেদা- মাওলানা আব্দুর রহীম।
৬. উমার বিন আব্দুল আযীয- মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ।
৭. আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ।
৮. উম্মাহাতুল মু'মিনীন- ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।
৯. মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস- ড. ইবরাহীম খলীল।
১০. স্পেনে মুসলিম সভ্যতা- ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান।
১১. আন্দালুসের ইতিহাস- ড. রাগিব সারজানী।
১২. মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস- ড. এস. এম. ইমামুদ্দীন।
১৩. সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস- মোঃ শামসুল আলম।
১৪. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস- মাওলানা আকরাম খাঁ।
১৫. আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস- ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ।
১৬. মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য- আব্দুল করীম।
১৭. ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস- এ. কে. এম. আব্দুল আলীম।
১৮. ইতিহাসের ইতিহাস- গোলাম আহমাদ মোর্তজা।
১৯. চেপে রাখা ইতিহাস- গোলাম আহমাদ মোর্তজা।
২০. বাজেয়াপ্ত ইতিহাস- গোলাম আহমাদ মোর্তজা।
২১. বৃটিশ ভারতীয় নথিতে তিতুমীর ও তার অনুসারীগণ- মঈন উদ-দীন আহমেদ খান।
২২. বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস- মঈন উদ-দীন আহমেদ খান।
২৩. আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা- মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী।
২৪. মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম- পিনাকী ভট্টাচার্য।
২৫. ইহসান ইলাহী যহীর- ড. নূরুল ইসলাম।

ঞ. বিশ্ব ইতিহাস :

১. ভারত স্বাধীন হলো- মাওলানা আবুল কালাম আযাদ।

২. বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ- জওহর লাল নেহেরু।
৩. ভারত সন্ধানে- জওহর লাল নেহেরু।
৪. ভারত তত্ত্ব- আল-বিরুনী।
৫. বিশ্ব সভ্যতা- এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ।
৬. ফিনিসিয়া থেকে ফিলিপাইন- মোহাম্মাদ কাসেম।
৭. মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস- কে. আলী।
৮. মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস- এ. বি. এম. হোসেন।
৯. আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য- সফিউদ্দীন জোয়ারদার।
১০. প্যালেস্টাইন থেকে বসনিয়া- মঈন বিন নাসির।
১১. আরব জাতির ইতিহাস- সৈয়দ আমীর আলী।
১২. ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস- এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ।
১৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস- ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান।
১৪. আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস- ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান।
১৫. মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস- কে. আলী।
১৬. দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস্- ডব্লিউ. হান্টার।
১৭. বাংলাদেশের ইতিহাস- কে. আলী।
১৮. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা- কে. এম. রাইছউদ্দিন খান।

ত. সমাজ, দর্শন, শিক্ষা ও অর্থনীতি :

১. জীবন দর্শন- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
২. দিগদর্শন-১ ও ২- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
৩. জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ- আবুল কালাম আযাদ।
৪. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম- মুহাম্মাদ কুতুব।
৫. ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান- এম. এন. রায়।
৬. সংঘাতের মুখে ইসলাম- মুহাম্মাদ আসাদ।
৭. স্বর্ণযুগে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ- মুছত্বফা আস-সিবাঈ।
৮. রাসূলের যুগে মদীনার সমাজ- আকরাম যিয়া আল-উমরী।
৯. শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি- মাওলানা আব্দুর রহীম।
১০. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান- মরিস বুকাইলী।
১১. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- মুহাম্মাদ নূরুল আমীন।
১২. ইসলামে নারীর ইলমী অবদান- কাযী আতহার মুবারাকপুরী।
১৩. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যে কি?- ডা. জাকির নায়েক।
১৪. সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান - ডা. তারেক মাহমুদ।
১৫. দর্শনকোষ- সরদার ফজলুল করীম।
১৬. রাজনীতিকোষ- হারুনুর রশীদ।

১৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা - ড. এমাজুদ্দীন আহমদ।
১৮. পাশ্চাত্য দর্শন : প্রাচীন ও মধ্যযুগ- ড. আমীনুল ইসলাম।
১৯. আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন- ড. আমীনুল ইসলাম।
২০. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি- মাওলানা আব্দুর রহীম।
২১. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব- আবুল হাসান আলী নাদভী।
২২. পশ্চিমা বিশ্বের নামে খোলা চিঠি- আবুল হাসান আলী নাদভী।
২৩. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?- আবুল হাসান আলী নাদভী।
২৪. ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান- আবুল হাসান আলী নাদভী।
২৫. ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ- শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।
২৬. সূদমুক্ত অর্থনীতি- মাওলানা আব্দুর রহীম।
২৭. ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান- মুফতি তাকী ওছমানী।
২৮. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর- আবুল মনসুর আহমাদ।
২৯. অসমাপ্ত আত্মজীবনী- শেখ মুজীবুর রহমান।
৩০. জীবনের খেলাঘরে- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।
৩১. মক্কার পথ- মুহাম্মাদ আসাদ।

থ. আত্ম-উন্নয়ন ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট :

১. তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান- আবুল হাসান আলী নাদভী।
২. জীবন পথের পাথেয়- আবুল হাসান আলী নাদভী।
৩. দরদী মালীর কথা শোন- আবূ তাহের মিছবাহ।
৪. আল-ওয়াকতু ফিল ইসলাম (সময় ব্যবস্থাপনা)- ইউসুফ আল-কারযাভী।
৫. সময়ের মূল্য বুঝতেন যারা- আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ।
৬. দ্য সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল/উচ্চ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাতটি অভ্যাস- স্টিফেন আর. কোভি।
৭. বক্তৃতা ও বিতর্ক শিখবেন কীভাবে- দ্বীন মুহাম্মাদ সুজন।
৮. গবেষণার হাতেখড়ি- রাগিব হাসান।

দ. ভাষাশিক্ষা :

১. আরবী কথোপকথন- ড. নূরুল ইসলাম।
২. মদিনা আরবী রীডার- ড. ভি. আব্দুর রহীম।
৩. Smart English- ফরীদ আহমেদ।
৪. Exclusive Grammar And Freehand Writing- ফরীদ আহমেদ।

ধ. পত্র-পত্রিকা :

১. মাসিক আত-তাহরীক।
২. তাওহীদের ডাক।
৩. সোনামণি প্রতিভা।